দৈনিক
ইনকিলাব

20 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

নানা সংকটে খুঁড়িয়ে চলছে শেবাচিম

সিট না পেয়ে কমন রুমে থাকছে ৭৫ জন ছাত্রী

নাছিম উল আলম : শিক্ষক সংকট, ছাত্রীদের তীব্র আবাসন সমস্যাসহ নানা সংকট-সীমাবদ্ধতায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বরিশাল শের এ বাংলা মেডিকেল কলেজটি চলছে খুঁড়িয়ে। প্রতিষ্ঠানটির ১২৭ জন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে মাত্র ২২ জন নিয়মিত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়াও ৪৪ জন চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। ৬৩টি পদ সম্পূর্ণ শূন্য। ৪০টি প্রভাষক পদের ৭টি শূন্য। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রী হোস্টেলে আবাসন সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। হোস্টেল আবাসনের অভাবে ৭৫ জন ছাত্রী কমন রুমে অবস্থান করছেন। প্রতিষ্ঠানটির ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ১৯৫টি পদের ৩৩টি শূন্য দীর্ঘদিন যাবত। কলেজটিতে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল পর্যন্ত নেই। চক্ষু বিভাগীয় প্রধান অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন। অপর একজন স্থায়ীভাবে ভাইস প্রিন্সিপালের পদটিও দেখাশোনা করছেন।

১৯৬৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাসহ চিকিৎসা সেবা উন্নয়নে বরিশালে একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। প্রথম ব্যাচে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে নগরীর সরকারী শিশু সদন ভবনে এর ক্লাস শুরু হয়। এছাড়াও নগরীর সদর হাসপাতালটিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ শেষে ১৯৭০ সালেই নিজস্ব ক্যাম্পাসে কলেজ স্থানান্তর করা হলেও ১৯৭৭ সালে ৫শ' শয্যার হাসপাতালটি বর্তমান নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু অনুমোদিত ৫শ' শয্যার এ হাসপাতালে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২শ' রোগী চিকিৎসাধীন থাকছে।

উপরন্তু শিক্ষক সংকটসহ নানা সীমাবদ্ধতায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র এ মেডিকেল কলেজটিও চলছে চরম সংকটের মধ্য দিয়ে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা কি শিখছে তা নিয়েও বিজ্ঞজন সন্দেহ করেন। খোদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বশীলরাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্থলে বর্তমান নিয়মিত কর্মরত আছেন মাত্র ৪ জন। অপর ৬ জন রয়েছেন চলতি দায়িত্বে। ১৮টি অধ্যাপকের পদ শূন্য থাকলেও কার্ডিওলজী, নাক-কান-গলা, রক্ত সঞ্চালন ও শিশু সার্জারী বিভাগের অধ্যাপকদের পদসমূহের বিপরীতে অন্য বিভাগের ৪ জন শিক্ষক বেতন-ভাতা তুলছেন।

কলেজটির ৪২ জন সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে মাত্র ২ জন নিয়মিত শিক্ষক রয়েছেন। ১২ জন চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও এনাটমি, ফরেনসিক মেডিসিন, শিশু, শিশু হেপাটোলজী, নেফ্রোলজী, সাইকেট্রি, অর্থোপেডিক, গাইনী, প্লাস্টিক সার্জারী, এন্ডোক্রাইন ও মেটাবলিক এবং হেপাটোলজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকদের পদসমূহের বিপরীতে অন্য বিভাগের ১২ জন শিক্ষক বেতন-ভাতা তুলছেন। সহকারী অধ্যাপকের ৫৭টি পদের বিপরীতে মাত্র ১৬ জন নিয়মিত ও ২৬ জন চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। ১৫টি পদ শূন্য। তবে বিভিন্ন সহকারী অধ্যাপকের পদসমূহের বিপরীতে ১৭ জন বেতন-ভাতা তুলছেন। এছাড়াও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ৭ জন শিক্ষককে নানা কারণে দীর্ঘদিন ধরে ওএসডি করে রাখা হয়েছে। ৪০ জন প্রভাষকের মধ্যে ৭টি পদ শূন্য।

এছাড়াও বরিশাল শের এ বাংলা মেডিকেল কলেজের ২য়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ১৯৫টি পদেরও ৩৩টি পদে কর্মচারী নেই দীর্ঘদিন যাবত। ইতোপূর্বে একবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটিতে কর্মচারী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণের পরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আর কোন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি।

তবে পুরো মেডিকেল কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রমই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম শিক্ষক সংকটের কারণে। ইতোপূর্বে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রছাত্রীরা নানা আন্দোলন-সংগ্রাম করলেও এখানে অনুমোদিত পদের ৮০ ভাগ শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি কখনো। আবার সরকার পরিবর্তনের পরে রাজনৈতিক প্রভাবে অনেক শিক্ষককে এখান থেকে অন্যত্র বদলী করা হলেও সেসব শূন্যপদগুলো আর পূরণ করা হয়নি। ফলে বরিশাল শের এ বাংলা মেডিকেল কলেজ-এর প্রায় ১ হাজার ছাত্রছাত্রীর সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল ডাঃ শহিদুল ইসলামের সাথে আলাপ করা হলে তিনি জানান, আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি কলেজে শিক্ষক সংকট দূর করতে। এ ব্যাপারে নিয়মিত স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের সাথেও চিঠি চালাচালি চলছে বলেও তিনি জানান। বিষয়টি খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নজরেও আনা হয়েছে। কিন্তু এখনো তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

সূত্র মতে, বেশীরভাগ শিক্ষক-চিকিৎসকই ঢাকা থেকে বাইরে পাঠাতে স্বাস্থ্য প্রশাসন সফল হচ্ছে না রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে। এর পেছনেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে।